

বিভক্তির সাতকাহন - ১৩

ভজন সরকার

কবিতার পাঠকও প্রবাসে হয়ে ওঠেন কবিতার লেখক। হয়তো ঠোঁটে আওড়াতে আওড়াতে কিছু ঢুকে যায় পেটের ভেতর। কিং বা এর থেকে ওর থেকে দু'চার লাইন ধার করে গাঁথা হয় কবিতা নামক কিছু বস্তু। প্রায় দু'দশক আগে কলেজে আবদুললাহ আবু সাইয়িদ স্যারের সে আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা মনে পড়ে। আধুনিক কবিতার দূরাবস্থা বর্ণনায় স্যার প্রায়ই ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় বলতেন, যে কোন কবির সবগুলো কবিতা থেকে বেছে বেছে কিছু শব্দ সমান পরিমাপে প্রত্যেক লাইনে বসিয়ে দিলে যে দূর্বোধ্যতার আবহ ও ব্যক্তনা তৈরি হয়-সেটাই আধুনিক কবিতা। ছোট বেলা থেকে আকাশের দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে থাকা নিতান্তই মফস্বলের সরল ছেলেটির মনে ভীষন পীড়া দিতো স্যারের কথা।

জেলার সব চেয়ে ভাল রেজালট করা ছেলেটির কবিতা লেখার সুনামও এলাকায় তখন ছড়িয়ে গেছে সংবাদের “খেলাঘরের” পাতা আর রেডিওর “কথাকলি” আসরে কবিতা পাঠের সৌজন্যে। ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে দেখলাম মেধা তালিকার প্রায় সবগুলো ছেলেই আমার সহপাঠী। সেদিনই মহাআনন্দে মাকে প্রায় দু'পাতার একটা চিঠি পাঠালাম যে দিন আবিষ্কার করলাম, বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান পাওয়া ছেলেটি অনেক বিষয়েই আমার চেয়ে কম নম্বর পেয়েছে। আর বাংলায় তো আমার ধারে কাছেও নেই। ছোট বেলা থেকেই মায়ের কাছ থেকে বঙ্কিম আর শরৎ চন্দ্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ আর বাক্য বিন্যাসের সাহিত্য পাঠ একটুকু হলেও বাংলা লেখায় যে আস্থা আর মেকি উন্মাসিকতার জন্ম দিয়েছিলো, তা বহুগুণে বেড়ে গেলো তখন। ভেতরে ভেতরে কবিতা লেখার এক সুগুণ বাসনা জেগে উঠলো মনে। কিন্তু চিরাচরিত কবি হ'বার কিংবা কবিদের মতো হ'বার ইচ্ছে হয়নি কখনই। তাই বোধ হয় এ জীবনে আর কবি হওয়া হয়ে উঠলো না আমার।

যা হোক, ছড়া দিয়ে শুরু করে স্বরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্ত হয়ে ছন্দহীন আধুনিক কবিতা লেখার যে সুগুণ বাসনা ছিল, আবদুললাহ আবু সাইয়িদ স্যারের আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা শুনে সেটা উবে গেলো নিমিষেই। আক্ষরিক অর্থেই বেশ হতাশ হলাম আমি। সে সময়েই লেখা আমার প্রথম এবং এ পর্যন্ত লেখা একটিই ছোট গল্প - যা ঢাকা কলেজ থেকেই প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা হয় স্যারেরই পৃষ্ঠপোষকতায়।

আসলেই কি এর মাথা ওর ঘাড়ের আর ওর মুণ্ডু এর গর্দানে লাগালেও কবিতা হয়ে ওঠে? পরে বুঝেছি, মানুষের মতো দেখালেও সব মানুষ যেমন মানুষ না। ঠিক তেমনি সবই কবিতা নয় - যদিও তা কবিতার মতো দেখায়। অনেকেই আছেন কবি নয় কিন্তু কবির মতো দেখাতে ভালবাসেন।

প্রবাসে এসেই প্রথম দেখলাম, কবির মতো দেখায় এমন অনেককেই। ডলার ভাঙ্গিয়ে পাওয়া প্রচুর টাকা খরচ করে কবিতার মতো দেখায় এমন কিছু বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়ে এনে কবিতা নামে চালিয়ে দিয়ে বাহবা নিচ্ছেন অনেকেই। একই কাব্যের চার-চার বার প্রকাশনা উৎসব হচ্ছে দেশে বিদেশে। পাঠককে পড়িয়ে-শুনিয়ে-গিলিয়ে যেভাবেই হোক কবিতার মতো- কবির মতো হওয়া চাই-ই। প্রবাসের এ ব্যস্ততাময় জীবনে এ অনন্ত সময় কোথায় আর লাভ-ই বা কি? লাভ বোধ হয় আছে।

বর্তমানে টরেন্টো প্রবাসী প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সৈয়দ ইকবালের একটা লেখায় পড়েছিলাম - একটা চিত্র প্রদর্শনী বা লেখার পর অসংখ্য রমণীর চিঠি কিংবা টেলিফোন পান প্রবাসেও এ পড়ন্ত জীবনে । কবিতার প্রতি - কবির প্রতি নারী হৃদয়ের একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ হয় শাস্ত্রত । এখানেই কবির মতো হ'বার সার্থকতা । কবির মতো হয়ে প্রবাসের অনেকেই ভাঙছেন নিজের অথবা অন্যের ঘর । অনন্ত হৃদয়ে আকঁড়ে ধরছেন কবিতার মৌ । আর সে মেকি কবিতার সুবাসে কত রকম আমোদে ঘুরছে কবিতার রমণীরা । কিন্তু হয় !

মাঝে মাঝে সুবিশাল ঘন নীল লোক সুপিরিয়রের পাড়ে বসে ভাবি , সে অনন্ত প্রেম আর অফুরন্ত হৃদয় কোথায় এ হতভাগার ! শেষের কবিতার নিবারন চক্রবর্তী-র মতো কোন অলৌকিক শক্তি যদি ভর করতো এখন ! অথবা ঋজু কোন পাহাড়ের বাঁকে গাড়িতে ধাক্কা খেতো কোন লাবন্য ! কিংবা নিতান্ত-ই কোন কেতকী মিত্রের আধুনিকতার উত্তাপে অতিষ্ঠ হয়ে ব্যাকুল হতো হৃদয় ! তবেই বোধ হয় কবি হওয়া হয়ে উঠতো এ জীবনে আমার !

(চলবে)

॥ আগ স্ট, ২০০৬, কানাডা ॥